ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 2৪ 1999

কলাম ... 8

একবিংশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনারে অভিমত

শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানোর ব্যাপারে রাজনীতিবিদদের আগ্রহ নেই

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : একবিংশ শতাব্দীতে উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত এক সেমিনারে বলা হয়েছে, শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানোর ব্যাপারে রাজনীতিবিদদের কোনো আগ্রহ নেই। সেমিনারে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত 'একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা : বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা' শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারে বক্তারা গতকাল শুক্রবার এ কথা বলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ।

প্রধান অতিথি ছিলেন বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক নূরুদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দীন আহমেদ। বুয়েটের পুরকৌশল ভবনের সেমিনার কক্ষে অধ্যাপক জসীমউদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ তার মূল প্রবন্ধে একবিংশ শতাব্দীতে যে সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে সেগুলোর প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন। সেগুলো হলো জ্ঞানের বিস্ফোরণ ও তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ, সামাজিক বিবর্তনের ধারা ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রভাব, মুক্তবাজার অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাব এবং একবিংশ শতব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম।

আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক হামিদা বানু, অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, ড. জালালউদ্দীন, ড. সোহরাবউদ্দীন, আবুবকর সিদ্দিক, অধ্যাপক খলিলুর রহমান, অধ্যাপক আনোয়ারুল হাসান, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক আমির হোসেন খান প্রমুখ।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় বক্তারা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি না করার নীতির সমালোচনা করেন। তারা বলেন, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়া যায়, এটা দেশের নীতিনির্ধারকরা জানেন না।

বক্তারা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাকে একটা বড়ো সমস্যা বলে চিহ্নিত করেন। তারা মেধার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কথা বলেন। বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাস পুনর্বিন্যাসকরণ ও ছাত্র রাজনীতিকে মূল রাজনৈতিক দল থেকে পৃথক করার ব্যাপারে একমত হন। বক্তারা বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধার চেয়ে সমস্যা সৃষ্টি করছে বেশি। ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলো এখন শুধুমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আছে। ফলে তাদের পক্ষে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে না।